বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিবহন ও বাণিজ্যিক সংযোগ ত্বরান্বিতকরণ (অ্যাক্সেস) প্রকল্প

বাংলাদেশ

পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ)

বেনাপোল ও ভোমরা স্থল বন্দরের উন্নয়নকল্পে প্রস্তুতকৃত

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভুমিকা

1. বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রস্তাবিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিবহন ও বাণিজ্যিক সংযোগ ত্বরান্বিতকরণ [এক্সিলারেটিং ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি (অ্যাক্সেস, ACCESS)] প্রকল্পটি এই উপ-অঞ্চলে বাণিজ্য ও পরিবহনের উচ্চ ব্যয়ের প্রধান নিয়ামকগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ বাণিজ্য সুবিধায় নিম্ন স্তরের প্রযুক্তির ব্যবহার, অপর্যাপ্ত পরিবহন ও অপর্যাপ্ত লজিস্টিক অবকাঠামো, এবং মালবাহী আন্তঃসীমান্ত চলাচলে নিয়ন্ত্রক ও পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়গুলো অধিকতর উন্নয়ন করার চেষ্টা করবে। এই প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে দক্ষ ও স্থিতিস্থাপক আঞ্চলিক বাণিজ্য ও পরিবহনের বিকাশ করা।

2. এই পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন রিপোর্টে (ইএসআইএ, ESIA) প্রকল্পের 1, 2, 3 এবং 4 উপাদানের অধীনে বেনাপোল এবং ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন কাজের জন্য সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং সেগুলো প্রশমন কর্মের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে, যেমন, স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উন্নতি। এর উপাদানগুলি হল: (1a) স্বয়ংক্রিয় সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, (2a) বেনাপোল এবং ভোমরা স্থলবন্দরে স্থিতিস্থাপক স্থলবন্দর অবকাঠামো, (3f) সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রণয়ন, এবং (4) যে কোনো জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ। তথাপি, ৩টি স্থলবন্দরের (বেনাপোল, ভোমরা এবং বুড়িমারী) জন্য একটি সম্মিলিত পুনর্বাসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা [রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (RAP)] প্রস্তুত করা হয়েছে কারণ ৩টি স্থলবন্দরের জন্যই আইনি কাঠামো (GoB আইন এবং বিশ্বব্যাংক ESS) একই। যদিও, ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি সহ সমস্ত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থাগুলি প্রকল্প এলাকা বা বন্দরভিত্তিক সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দরের উপ-প্রকল্প উপাদানসমূহ

3. সামগ্রিক উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল:

- আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সরকারী নিয়মাবলী মেনে চলার সাথে যুক্ত লেনদেনের খরচ হ্রাসকরণ;
- নির্বাচিত সীমান্ত ক্রসিং পয়েন্টগুলোতে সীমান্ত পারাপার কালীন ব্যয়কৃত সময় হ্রাস; এবং কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক পরিবহন অঞ্চলগুলোর মধ্যকার বাণিজ্যিক সংযোগ বৃদ্ধি করা।

4. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল:

- বেনাপোল ও ভোমরায় সীমান্ত পারাপার কালীন সময় হ্রাস;
- আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য প্রবাহের বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থানকারী রাজ্যগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বৃদ্ধি; এবং
- আমদানি/রপ্তানি কার্যক্রম সম্পৃক্ত নির্ধারিত নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় হ্রাসকরণ;
- নির্বাচিত আঞ্চলিক রুটগুলোতে জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসকল অঞ্চলের মানুষের জন্য সুযোগ বৃদ্ধিকরণ।

5. উপ-প্রকল্পটি বেনাপোল স্থলবন্দরে বন্দরের ক্ষমতা প্রায় ১০০.৬৮ একর (আরডিপিপি) এবং ভোমরা স্থলবন্দরের ক্ষেত্রে ৬১.২০ একরে (আরডিপিপি) উন্নীত করবে এবং সেই সাথে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। এছাড়াও, প্রকল্পের দ্বারা উল্লেখিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা এ অঞ্চলসমূহের রপ্তানি এবং উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক হবে। প্রকল্পের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি জমি এবং অবকাঠামোগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন । তবে প্রকল্পের উদ্দ্যেশ্যে প্রস্তুতকৃত, পুনর্বাসন বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় [রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (RAP)] ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য প্রিমিয়াম (টপ-আপ), স্ট্যাম্প শুল্ক, পুনর্গঠন ইত্যাদি সহ জমি এবং কাঠামো সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণের জন্য বাজেটের বিধান বরাদ্দ করা হয়েছে।

নীতি, আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো

6. অ্যাক্সেস (ACCESS) প্রকল্পের উপাদানগুলির জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মূল আইনগুলি হল ইসিএ ১৯৯৫ ও ইসিআর ১৯৯৭, শ্রম আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০১৫, পরবর্তী সংশোধনী এবং ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রয়াজনীয় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত এবং সামাজিক-সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি এবং আইন সমূহ। আইন ও বিধিমালা সমূহ মেনে চলার জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক নির্দেশনা

নির্ধারণ করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ সরকার, ইসিআর ২০২৩ এবং এর পরবর্তী সংশোধনীর মাধ্যমে, যেমন তফসিল-1-এ উল্লেখিত, বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রকল্পগুলিকে চারটি বিভাগে তালিকাভুক্ত করে, যথা, সবুজ, হলুদ, কমলা। , বা লাল, যা গৃহীত প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবগুলির তীব্রতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এই পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) রিপোর্টটি জাতীয় আইন এবং বিশ্ব ব্যাংকের এর পরিবেশগত ও সামাজিক মান/ স্ট্যান্ডার্ড (ইএসএস, ESS) অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ণনা

7. এই পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) নথিটি স্থলবন্দর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। বিদ্যমান স্থলবন্দর এলাকা বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে পারেনা ও যানবাহনের চাপ মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান স্থলবন্দর এলাকা সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হবে, যার বড় অংশ অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন, এর মধ্যে রয়েছে কৃষি জমি, গাছ, পুকুর এবং কিছু কাঠামো। জমির একটি ছোট অংশ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর অধীনে রয়েছে। প্রস্তাবিত এলাকায় খুব অল্প পরিমাণে খাস জমি রয়েছে।[1] উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে কিছু ব্যবসায়ী এবং অনানুষ্ঠানিক ভূমি ব্যবহারকারী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য ক্ষতি এড়ানোর প্রচেষ্টা এবং ক্ষতি হলে তা মূল্যায়ন এবং মোকাবিলা ও প্রশমন করার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার বিধানও এখানে রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

8. উপ-প্রকল্প এলাকাগুলি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এই এলাকাগুলো চরমভাবাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত অঞ্চল। যশোরে, গ্রীষ্মকালে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং শীতকালে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে হয়ে থাকে। বর্ষাকালে ২৫০ মিমি – ৪০০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। সাতক্ষীরায় গ্রীষ্মকালে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকে। এ এলাকায় বর্ষাকালে ৩০০ মিমি – ৪০০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বেতনা নদী বেনাপোল স্থলবন্দর উপ-প্রকল্প এলাকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে নোয়াদনাগা খাল অবস্থিত যা গড়ে এটি ১৯২ দীর্ঘ এবং ১২৫ মিটার প্রশস্ত।

9. প্রকল্পের পরিবেশগত মান ২০২২ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বায়ু এবং শব্দ, জল এবং মাটির মতো পরিবেশগত উপাদানগুলির জন্য তথ্য বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গিয়েছে যে, ভোমরা স্থলবন্দরে বায়ু ও শব্দের মান জাতীয় মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে। ভোমরা পূর্ব পাড়া পুকুরে, পিএইচ (pH) প্যারামিটার জাতীয় মানকে অতিক্রম করেছে। ভোমরা ও বেনাপোল উভয় এলাকার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড (বিওডি/ BOD) এর প্রাপ্ত মান জাতীয় মানকে অতিক্রম করেছে। বিজিবি ক্যাম্পের নিকটবর্তী জায়গা থেকে সংগ্রহ করা ভূগর্ভস্থ পানির গুণমান পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, জিডব্লিউ_০৩/ GW_03 এর পিএইচ / pH প্যারামিটার জাতীয় মানকে অতিক্রম করেছে। এছাড়াও, উভয় জায়গার ক্ষেত্রেই ম্যাঙ্গানিজ প্যারামিটারটিও জাতীয় মানকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

10. প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার বেশিরভাগই কৃষি জমি, পুকুর, গাছ, গাছপালা, প্রাথমিকভাবে ঝোপ এবং ঘাস এবং কিছু কাঠামো নিয়ে গঠিত। উপ- প্রকল্প প্রভাবিত এলাকার মৎস্য চাষ কর্মকান্ডের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। চিহ্নিত প্রস্তাবিত স্থানগুলির অভ্যন্তরে বা এর আশেপাশে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নেই। এছাড়া আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ে সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচিত কোনো প্রকার সাংস্কৃতিক বা জীববৈচিত্র্য, সুরক্ষিত এলাকা, প্রধান জীববৈচিত্র্য এলাকা, বনাঞ্চল, পবিত্র বনভূমি, বা ঐতিহাসিক/সাংস্কৃতিক স্মৃতিস্তম্ভ উপ-প্রকল্পের ১০ কিমি বাফার জোনের মধ্যে নেই।

11. শার্শা উপজেলায় জনসংখ্যা আনুমানিক ৩৬,৫২৪ এবং সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় জনসংখ্যা প্রায় ২৬,০২০। মাঠ জরিপ অনুসারে, বেনাপোল এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হবে ৩৭৬ টি পরিবারের প্রায় ১৫৯১ জন। একইভাবে, পার্শ্ববর্তী ভোমরা স্থলবন্দরের আশেপাশে, ২৫১ টি পরিবারের প্রায় ১,০০৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বেনাপোল উপ-প্রকল্প অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে সীমিত ক্ষমতা সহ জেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুবিধার মতো পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর করে। বিপরীতে, ভোমরায় চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি এবং গুরুতর চিকিৎসা পরিষেবার অভাব রয়েছে। বেনাপোল এবং ভোমরা উভয় উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণ প্রধানত কৃষিকাজ, দিনমজুরি, মাছ ধরা, ব্যবসা এবং শিক্ষকতার মতো পেশার সাথে যুক্ত। জরিপে বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার মধ্যে ২৩টি এবং ভোমরা স্থলবন্দর এলাকার মধ্যে ২০টি সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত হয়েছে।

[1] খাস জমি হচ্ছে এমন জমি যা সরকারের হাতে ন্যস্ত ও সেই জমি সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সরকার,এই জমিগুলি সরকার কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি অনুযায়ী বন্দোবস্ত দিতে পারেন অথবা অন্য কোনো ভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

12. ২০২০-২০২১ সালে, বাংলাদেশ থেকে ট্রাক দ্বারা পরিবাহিত গড় কার্গো লোড ছিল প্রায় ২,০৬৬,৭০১ মেট্রিক টন, যেখানে ভারতীয় ট্রাকগুলি প্রায় ২,০৭৪,৭২৭ মেট্রিক টন পরিবহন করেছিল। 2014 থেকে 2019 পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে মোট ৫,৮৯৭,৮৬৭ জন যাত্রী ভ্রমণ করেছে, যেখানে একই সময়ে ৫,৩৫১,২৫৫ জন যাত্রী ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে। বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে উল্লেখযোগ্য আমদানির মধ্যে রয়েছে সুতা, পাটের সুতা, শুকনো মাছ, পেঁয়াজ, রসুন, তেল, হলুদ, পান এবং পাথর (স্টোন চিপস)। রপ্তানির দিক থেকে, জ্বালানি, সুতার বর্জ্য, নারকেল গাছের ঝাড়ু, তুলার বর্জ্য, বিস্কুট, জুস, চকলেট বিন, মধু, পোড়া খৈল, কালো জিরা এবং তুলার ন্যাকড়ার ইত্যাদি পণ্যগুলি উল্লেখযোগ্য। ভোমরা উপ-প্রকল্প এলাকায়, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশি ট্রাক প্রতি গড় লোড ছিল ২০ টন, যেখানে ভারতীয় ট্রাকগুলি গড়ে প্রায় ৩৩ টন বহন করত। বন্দরটি দিয়ে প্রতি বছরে প্রায় ২১৪,০০০ টি ট্রাক যাওয়া আসা করেছে যার মধ্যে বাংলাদেশী ট্রাকের সংখ্যা ১৩২,০০০ এবং ভারতীয় ট্রাক ছিল ৮২,০০০। ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ভ্রমণকারী যাত্রীর গড় সংখ্যা ছিল ৯৮,০০০। প্রতি বছর গড়ে ১৩৭,০০০ জন যাত্রী ভারত থেকে বাংলাদেশে যাতায়াত করেছে, যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩৩ শতাংশ। ভোমরা স্থলবন্দরের উল্লেখযোগ্য আমদানিজাত পণ্যের মধ্যে রয়েছে ফল, টমেটো, শুকনো মাছ, পেঁয়াজ, রসুন, তেলের কেক, হলুদ, কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পার, চায়না ক্লে, পান এবং মার্বেল চিপস। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে পোড়া খৈল, কালোজিরা, তুলা, মরিচ, চামড়া, পুনঃপ্রক্রিয়াজাত প্লাস্টিক, নিট ফেব্রিক, মাটি, মাছ ধরার জাল, নারকেল, সুতার বর্জ্য, সুতির বর্জ্য, পাটের সুতা, জুস, বিস্কুট, আলুর চিপস, মধু, তাঁতের শাড়ি ইত্যাদি।

অংশীদারদের অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ

13. ভোমরা স্থলবন্দরে ২৪জানুয়ারী ২০২১ থেকে ২৭ জানুয়ারী ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার পুরুষ, মহিলা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, শ্রমিক এবং সমাজের বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে মোট চারটি দলগত আলোচনা (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন/FGDs) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া বেনাপোল ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২২ এর মধ্যে কমিউনিটির পুরুষ, মহিলা, বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি, বিজিবি, সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে তিনটি দলগত আলোচনা (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন/FGDs) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

14. আলোচনা ও পরামর্শের সময়, অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রতি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন। বেনাপোল উপ-প্রকল্প এলাকায়, বেশিরভাগ বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে যদি তাদের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তাহলে তারা বন্দরের কার্যক্রমের দ্বারা বিভিন্নভাবে নেতিবাচক প্রভাব ভোগ করবে। ভোমরা স্থলবন্দরের ক্ষেত্রে, অংশগ্রহণকারীরা জানান, ক্ষতিগ্রস্থ জমি বা সম্পদের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পেলে জমির মালিকরা তাদের জমি প্রকল্পের কাজে প্রদান করতে রাজি নন। এছাড়াও, তারা তাদের ক্ষতি পূরণ প্রদান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যদি প্রকল্পের পক্ষে সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে তাদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রকল্পের পক্ষ হতে সহায়তা প্রদান এবং তাদের জন্য আয়মূলক কাজের সুযোগ প্রদানের পরামর্শ দিয়েছে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব

15. প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রম বেনাপোল এবং ভোমরা স্থলবন্দরে "উল্লেখযোগ্য" পরিবেশগত ঝুঁকি এবং উভয় স্থলবন্দরে "উচ্চ" সামাজিক ঝুঁকি রয়েছে বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন রিপোর্টটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে নাজুরক গোষ্ঠীর উপর বিশেষ করে কৃষক এবং জমির মালিকদের উপর অবস্থানগত ও অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির কারণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব চিহ্নিত করে, এটি শ্রমিকদের বাসস্থান, কাজের অবস্থা এবং নির্মাণের সময় সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে উদ্বেগ বা আশংকাকেও ব্যাখা করার চেষ্টা করেছে। পরিবেশগত উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে ভূমির নান্দনিকতার অবক্ষয়, কৃষি জমি এবং জলাশয়ের অধিগ্রহণের সাথে জড়িত ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, বায়ু এবং শব্দ দূষণ, বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবহার, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলজ সম্পদ দূষণ এবং বাস্তুতন্ত্র পরিষেবার উপর প্রভাব। প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সমাজের মানুষের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ, বহিরাগত শ্রমিকদের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হওয়া বা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং প্রকল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিপজ্জনক উপকরণ ব্যবহারের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি। প্রভাব মূল্যায়ন রিপোর্টে জমি অধিগ্রহণের কারণে অর্থনৈতিক ও অবস্থানগত স্থানচ্যুতির ঝুঁকি কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের উপর প্রভাব, সুরক্ষিত এলাকা এবং ঐতিহ্যগত নিদর্শনের ব্যাপারেও এই রিপোর্টে রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন রিপোর্টে এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা এবং তথ্য প্রকাশের ধরনের আরো উন্নতি প্রয়োজন, বিশেষ করে ক্ষতিপূরণ, শ্রম সমস্যা এবং সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি সাধন করা দরকার। যেহেতু প্রকল্প এলাকায় অন্য এলাকা হতে আগত অনেক মানুষ প্রকল্পের কাজে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত থাকবে সেহেতু এখানে যৌন শোষণ ও অপব্যবহার / কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির (এসইএ/এসএইচ/ SEA/SH) মত ঘটনা ঘটার ঝুঁকি থাকতে

পারে। প্রকল্প এলাকার মানুষের জীবিকার উপর প্রকল্পের প্রভাব স্থায়ী হলেও তা মানুষের জন্য লাভজনক হবে। প্রকল্পের কারণে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

16. বেনাপোলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১০০.৬৮ একর এবং ভোমরা বন্দরের জন্য ৬১.২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া উল্লেখিত প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন পরিবারের (খানা) উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে, যা নিম্নে একটি টেবিলে দেখানো হল। প্রকল্পের প্রভাবের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে অধিগ্রহণের কারণে শুধুমাত্র জমি ক্ষতিগ্রস্থ, জমি ও কাঠামোর ক্ষতি, জমি, কাঠামো এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ, কাঠামো এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ, শুধুমাত্র কাঠামোর ক্ষতি, জমি এবং ব্যবসার ক্ষতি এবং অবশেষে শুধুমাত্র ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া। অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ জমির ধরনগুলোর মধ্যে ডাঙ্গা, ধানী, বিলান, গোডাউন, নয়নজুলি, বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, পতিত জমি, নিচু জমি এবং বাঁশের ঝোপ সহ বিভিন্ন শ্রেণী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের কারণে বিভিন্ন ধনের ক্ষতির বিশদ মূল্যায়ন এবং সেগুলোর ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (র‍্যাপ/RAP) এর এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সে (ধরণ অনুযায়ী ক্ষতি পূরণ তালিক) বিশদ ও সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। র‍্যাপ/ RAP বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিএলপিএ/ BLPA দ্বারা নিযুক্ত হবে, এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করতে এই সংস্থা বিএলপিএ/ BLPA কে সহায়তা করবে। এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স জাতীয় আইন এবং বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড ৫ (ইএসএস ৫/ESS5) অনুসরণ করে এবং বাংলাদেশে চর্চিত বিভিন্ন প্রকল্পের আলোকে ভালো অনুশীলন সমূহের উদাহরণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রভাব/ ক্ষতির ধরণ	**বেনাপোল**	**ভোমরা**	**মোট**
প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ (একরে)	**১০০.৬৮**	**৬১.২**	**১৬১.৮৮**
ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা			
শুধু জমি ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	৩৪১	১৮২	**৫২৩**
জমি এবং অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	৭৫	৯৭	**১৭২**
জমি, অবকাঠামো এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	২	২২	**২৪**
অবকাঠামো এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	০	৪	**৪**
শুধু অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	৪	২৪	**২৮**
জমি এবং ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	০	৯	**৯**
শুধু ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	০	৭৫	**৭৫**
মোট ক্ষতিগ্রস্থ খানার সংখ্যা	**৪২২**	**৪১৩**	**৮৩৫**

প্রশমন ব্যবস্থা

17. প্রকল্পের বিভিন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ প্রশমিত করার জন্য, এই পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন রিপোর্টের (ইএসআইএ) অংশ হিসেবে বিএলপিএ (BLPA) একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি/ ESMP) প্রস্তুত করেছে এবং একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঠিকাদার, ইএসএমপি এবং র‍্যাপ বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিয়োগ করা হলে, অংশীদারদের সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা [স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান (এসইপি/SEP)], শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমপি/ LMP), পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক (ওএইচএসএস/ OHSS) পরিকল্পনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে অনুসরণ করা হবে। দুর্বল এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলি যে ধরনের চ্যালেন্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে সেগুলো মোকাবেলা করার ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা (ইএসএস ৫/ ESS 5) বহুমুখী পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত একটি নীতি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিধবা, প্রবীণ নাগরিক এবং প্রান্তিক কৃষকদের মতো দুর্বল গোষ্ঠী প্রভৃতির বিভিন্ন চাহিদার বিষয় বিবেচনায় রেখে ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাব প্রশমন, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা একটি অপরিহার্য বিষয় । উপরন্তু, সম্প্রদায়ের সংহতি বৃদ্ধি করা, আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং কার্যকর পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা স্থাপন করা এই দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর ভূমি অধিগ্রহণের অসম প্রভাব কমানোর জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রম-সম্পর্কিত প্রভাবগুলির (ইএসএস২/ ESS2) বিষয়ে একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য, প্রকল্পটি চুক্তির মাধ্যমে ঠিকাদারের বাধ্যবাধকতাগুলিকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করবে এবং যেখানে বিড নথিতে ব্যাপক পরিবেশগত, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তাগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে। এ ব্যতীতও, প্রকল্পটি বহিরাগত শ্রমিকের প্রবাহ কমিয়ে আনা, একটি সুগঠিত শিবির ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের অবস্থার উন্নতি, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান, একটি অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনা স্থাপন এবং যৌন শোষণ, হয়রানি এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলার জন্য একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দৃঢ় নজর রাখবে যা কর্মীদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে। একটি যৌন শোষণ ও অপব্যবহার / কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির (এসইএ/এসএইচ/ SEA/SH) ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রশমন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন।

18. রিসোর্স এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড পলিউশন প্রিভেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইএসএস৩/ ESS3) এর উপর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য প্রকল্পটি এই অঞ্চলের ভৌত বৈশিষ্ট্যে নেতিবাচক প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। মাটির ওপর প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, মাটি দূষণ/ অপচয় রোধে সচেষ্ট থাকা, ধূলিকণার মাত্রা এবং বায়ুর গুণমান নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি, বিশেষত সংবেদনশীল এলাকায় স্পিলেজ এবং ধূলিকণা প্রতিরোধের জন্য কঠোর নিয়মাবলী মেনে পরিবহন কার্য পরিচালনার বিষয় চর্চা করার মাধ্যমে মৃত্তিকা দূষণ প্রশমিত করার প্রচেষ্টায় গুরুত্ব আরোপ করবে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের স্বার্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান আহরণ, যা পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন ক্ষেত্রে, পরিবেশগতভাবে কম সংবেদনশীল এলাকায় সতর্কতার সহিত সাইট নির্বাচন করা, মাটি ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরোপ, ধুলাবালি এবং শব্দদূষণ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় খনন কার্য শেষ করার পরে সাইটটি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বিষয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জাতীয় আইন/ নীতিমালা মেনে এবং ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানি উত্তোলনের চর্চা নিশ্চিত করে, বিশেষ করে আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহার এবং সমুদ্রের পানি প্রবেশ করে না এমন গভীর জলাশয় থেকে পানি ব্যবহার করার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানির সরবরাহ এবং ভূ-পৃষ্ঠের পানির গুণমান রক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। ভৌত পরিবেশের বিষয়ে, প্রকল্পটি নির্মাণ কার্যক্রমের সময় ধুলো নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, শব্দের মাত্রা কমানোর জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং মানুষের বসবাস রয়েছে এমন এলাকায় রাতে নির্মাণকাজ পরিচালনা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে পরিবেশ ও বায়ুর গুণমান বজার রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, পার্শ্ববর্তী ইট ভাটার কারণে সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য দূষণ এবং ইছামতি নদীর দূষণের মতো প্রভাবগুলি বিবেচনায় রাখা হবে, এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং দূষণ প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সবশেষে বলা যায়, প্রকল্পের কাজে উৎপাদিত বিভিন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিধান, একটি কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলন, পুনর্ব্যবহার এবং দূষণ ও সম্পদের ক্ষয় রোধে পরিবেশগত নিয়ম মেনে চলার বিষয়গুলো সম্পর্কে সকল ধরনের দিক-নির্দেশনা প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক বিভিন্ন প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা ইএসএমপি/ESMP এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

19. প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী কমিউনিটি ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ESS4) সম্পর্কিত প্রভাবগুলি মোকাবেলা করার জন্য, প্রকল্পে বেশ কিছু প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিরাপদ পানি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করা, বিদ্যমান অবকাঠামো এবং পানির বা অপরাপর প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমানো ইত্যাদি। এছাড়া, নির্মাণ-সম্পর্কিত পরিবহন ব্যবস্থা কারণে সৃষ্ট যানজট ও শব্দ দূষণ যেন এলাকায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারে সেই লক্ষ্যে, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মতো সংবেদনশীল এলাকার কাছাকাছি যানজট, শব্দ দূষণ জনিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি কমাতে একটি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি নির্মাণ কাজ চলাকালীন উৎপাদিত বিপজ্জনক এবং অ-বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে, এবং শ্রমিক প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি হ্রাসকরণ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র যৌন শোষণ এবং অপব্যবহার/যৌন হয়রানি (এসইএ/এসএইচ/SEA/SH) ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পে বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের মত প্রথাগুলো প্রতিরোধের প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি নিরাপদ এবং আরও ন্যায়সঙ্গত অসাম্প্রদায়িক পরিবেশের প্রসারের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ভূমি ও সম্পদ (ইএসএস৫/ ESS5) বিষয়ক প্রভাবগুলি মোকাবেলা করার জন্য, একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ/RAP) প্রস্তুত করা হবে, যা বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক মানসমূহের (ইএসএস/ ESS) বিধান অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের পুনস্থাপন ব্যয়ের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করবে এবং যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের জন্য কাজের সুযোগ প্রদানে সচেষ্ট থাকবে। জীববৈচিত্র্য এবং জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের (ইএসএস৬/ ESS6) উপর প্রভাব প্রশমিত করার লক্ষ্যে, প্রকল্প এলাকা পরিষ্কার করা বা নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গাছপালা অপসারণ করার প্রয়োজন হতে পারে, এ কারণে পরিবেশে যেন নূন্যতম বিঘ্ন না ঘটে সেই লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপণ হিসাবে বন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয়, স্বল্প পানিতে বেড়ে ওঠে এমন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের প্রতিশ্রুতি এবং একটি বাজেট প্রকল্পে বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমূহ প্রশমন পরিকল্পনা ইএসএমপি/ ESMP এবং এলএমপি/ LMP এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

20. এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইএসএস৭/ ESS 7 (উপজাতীয় জনগোষ্ঠী) প্রাসঙ্গিক নয় কারণ উপ-প্রকল্প এলাকার মধ্যে কোনো উপজাতির বসবাস নেই। ইএসএস৮/ ESS 8 (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) নির্মাণের সময় সামাজিক, পবিত্র, ধর্মীয়, বা ঐতিহ্যগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাইটগুলির উপর অপ্রত্যাশিত প্রভাবগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য "সুযোগ সন্ধান" পদ্ধতির নির্দেশ করে। ইএসএস৯/ ESS 9 (আর্থিক মধ্যস্থতাকারী) প্রযোজ্য নয় কারণ কোনো আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পে জড়িত নয়। ইএসএস১০/ ESS 10 (অংশীদারদের অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রচার/ স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন ডিসক্লোজার) উপ-প্রকল্প কার্ক্রম সময় জুড়ে অর্থায়ন সংস্থা, সরকারি সংস্থা এবং এনজিও সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করার উপর দৃষ্টি আরোপ করে, বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ এবং শ্রমিক প্রবাহের মতো কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিষয়গুলো মানুষের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরে এবং তাদের এ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে।

21. ইএসএমপি/ ESMP সংক্রান্ত মনিটরিং কার্যক্রমের জন্য আনুমানিক খরচ ১১,২৪০,০০০ টাকা।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

22. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ/ BLPA) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ/ PIU), প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ তত্ত্বাবধান করবে। ইএসআইএ/ ESIA-এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা এবং পরিকল্পিত সাব-কম্পোনেন্টগুলির জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের দায়িত্ব হবে পিআইইউ/ PIU-এর। প্রকল্প পরিচালক (পিডি) পিআইইউ কে তত্ত্বাবধান করবেন। প্রকল্পের ইএসএমপি/ ESMP বাস্তবায়ন সহ পরিবেশগত কর্মক্ষমতার সামগ্রিক দায়িত্ব পিআইইউ/ PIU-এর উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য নিযুক্ত পরিবেশগত এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করার পাশাপাশি পিআইইউ/ PIU নির্মাণ সম্পর্কিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবস্থাগুলি ঠিকাদার কর্তৃক যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়টি তদারকি করার জন্য নির্মাণ তদারকি পরামর্শদাতাদের (সিএসসি/ CSC) নিযুক্ত করবে। সিএসসি/ CSC পরিবেশগত মানের প্রয়োজনীয়তা, সেইসাথে নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত ইএসএমপি/ ESMP ব্যবস্থা সহ ডিজাইন সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথ ভাবে মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।